যুগান্তর

তারিখ 04 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ড. মো. আবদুস ছাত্তার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা

এর পাঠদান হচ্ছে কিনা তারও একটি হিসাব থাকা দরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। অপরদিকে কলেজগুলোয় শিক্ষক সংকট দুই ধরনের— দক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষকের সংখ্যার সংকট। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের বদলি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহু বছর ধরে একটি ইন্টারমেডিয়েট কলেজে শিক্ষকতা করেন এমন একজন শিক্ষককে হঠাৎ করে একটি ডিগ্রি কলেজে বদলি করা হলে তার পক্ষে অনার্স ও মাস্টার্স লেভেলের পদার্থবিজ্ঞান পাঠদান করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত এবং একটি নীতিমালা থাকা দরকার। নীতিমালাটি হওয়া উচিত এমন— কেবল অনার্স ও মাস্টার্স আছে এমন সব কলেজের মধ্যেই শিক্ষকদের বদলি সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে বিষয় এক্সপার্টিজও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। যেমন এমএসসি লেভেলে যে শিক্ষক ইলেক্ট্রনিক্স বা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বা সলিড স্টেটফিজিক্স ইত্যাদি বিষয় পড়েছেন তিনিই ওই বিষয়ে এক্সপার্ট। উদাহরণস্বরূপ, যে কলেজে দুজন ইলেক্ট্রনিক্সের শিক্ষক আছেন— সেখানে অন্য একটি কলেজ থেকে একজন ইলেক্ট্রনিক্সের শিক্ষক বদলি করে না এনে যে কলেজে কোনো ইলেক্ট্রনিক্সের শিক্ষক নেই সেখানে তাকে বদলি করা উচিত। সব বিষয়-এক্সপার্টের ক্ষেত্রেই এটা যথাযথভাবে মনিটর করা প্রয়োজন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, কোনো কোনো বিষয়ে এক্সপার্ট শিক্ষকের অভাব আছে। এটা অবশ্যই বিবেচনায় আনা উচিত যে, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ থেকে কোনো শিক্ষককে ইন্টারমেডিয়েট কলেজে বদলি করা হলে তা কোনো সমস্যা তৈরি করে না। কিন্তু ইন্টারমেডিয়েট কলেজে বহু বছর ধরে যে শিক্ষক পাঠদান করেন তার পক্ষে অনার্স কলেজে পড়ানো সমস্যা তৈরি করে বৈকি! অন্যদিকে বেসরকারি অনেক ডিগ্রি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে দুই থেকে তিনজন শিক্ষক নিয়ে ইন্টারমেডিয়েট, অনার্স ও মাইনর কোর্সে শিক্ষাদান চলছে। কীভাবে এটি সম্ভব তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেবে দেখা উচিত।

আমরা জানি, সরকারি কলেজগুলোয় বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা হল অনার্স ডিগ্রি। প্রথমত, ভাবতে হবে ও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা উচিত। মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার অবসান হওয়া উচিত, কারণ এতে শেখা হয় না। মুখস্থ ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস দুর্বল করে দেয়। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে মনে করি।

পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স সিলেবাসে প্রত্যেক বিষয়ের অনেক ইংরেজি বইয়ের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে একটি বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করা আছে। আমি জোর দাবি করতে পারি, প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ ছাত্রই ইংরেজিতে লেখা বইগুলো সম্বন্ধে কিছুই জানে না। পদার্থবিজ্ঞানের ওপর মানসম্মত কোনো বাংলা বইও নেই। যদি বাংলা ভাষায় পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হয় তবে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। এর দায়িত্বভার নিতে পারে ইউজিসিকে। এ প্রোগ্রামের আওতায় সেমিনার-ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একই প্লাটফর্মে আনতে হবে। সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব আসতে হবে— কীভাবে এর বাস্তবায়ন সম্ভব, যদিও বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ মনে হয়। বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের ওপর গাইডের মতো চটকদার কতগুলো বাংলা ভাষায় লেখা বই হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভরসা। ভুলে ভরা এসব বই মুদ্রণের ওপর নেই কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ। এসব বই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা পাস করে যাচ্ছে; কিন্তু শিক্ষার মানের কী হবে? এর মাধ্যমে প্রকৃত পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে। অন্য বিষয়ের খবর জানি না, তবে এভাবে কলেজ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান অনার্স ও মাস্টার্স লেভেলে পড়াশোনা চলে কিনা এটা ভাবার সময় এসেছে আমাদের।

সরকার শিক্ষার উন্নয়নে যে আন্তরিকতা প্রদর্শন করছে, তা বাস্তবায়নে সমস্যাগুলো আগে চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে মানসম্মত করার জন্য সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই তাদের সমস্যার ব্যাপারটি খোলাসা করতে হবে। এক বছরের কোর্স ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে চার থেকে পাঁচ মাসে শেষ করার উদ্যোগটি আসলে কী সুফল বয়ে আনবে তাও দেখতে হবে। তবেই শিক্ষার সুফল পাওয়া যাবে। নতুবা ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রি পাবে; কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা পাবে না।

ড. মো. আবদুস ছাত্তার : *অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*